142

ভোরের কাগজ

তারিখ 19 APR 1998
পৃষ্ঠা 1 কলাম 2

অন্যান্য পরীক্ষার প্রশ্নপত্রও বিলি হচ্ছে

ফাঁস হওয়া প্রশ্নের সঙ্গে প্রকৃত প্রশ্নের হুবহু মিল

চট্টগ্রাম অফিস : এসএসসি পরীক্ষার ইংরেজি ২য় পত্রের ফাঁস হয়ে যাওয়া প্রশ্নপত্রের সঙ্গে প্রকৃত প্রশ্নপত্রের হুবহু মিল পাওয়া গেছে। প্রশ্নপত্র ফাঁসের সত্যতার কথা স্বীকার করে চট্টগ্রাম বোর্ডের চেয়ারম্যান আহসানউল্লাহ্ ভোরের কাগজকে জানান, তারা শিক্ষামন্ত্রী এবং সচিবের সিদ্ধান্তের জন্য অপেক্ষা করছেন। প্রশ্নপত্র ফাঁসের কথা শিক্ষামন্ত্রীকে অবহিত করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসক কে এম হাবিবউল্ল্যা। অন্যদিকে, সীতাকুণ্ড ও মিরেরসরাই এলাকায় আজকের বাংলা প্রশ্নপত্রসহ অন্যান্য প্রশ্ন বিলি হচ্ছে বলে জানা গেছে।

এদিকে প্রশ্নপত্র ফাঁসের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের খুঁজে বের করার জন্য দুই সদস্যবিশিষ্ট একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটির সদস্যদের আগামী সাতদিনের মধ্যে তাদের রিপোর্ট প্রদানের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। দুই সদস্যবিশিষ্ট কমিটির প্রথমজন হলেন ম্যাজিস্ট্রেট ও অপরজন চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ডের কর্মকর্তা।

আমাদের মিরেরসরাই ও সীতাকুণ্ড সংবাদদাতা জানান, আগেরদিন বিলি হওয়া হাতের লেখা প্রশ্নপত্রের সঙ্গে গতকাল শনিবার অনুষ্ঠিত পরীক্ষার ছাপানো প্রশ্নপত্রের হুবহু মিল রয়েছে। চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ডের আওতাধীন সীতাকুণ্ড ও মিরেরসরাই থানার কেন্দ্রগুলোতে প্রশ্নপত্র ফাঁস হলেও অন্য এলাকা থেকে এ ধরনের কোনো খবর পাওয়া যায়নি। উল্লেখ্য, একই প্রশ্নপত্রের আওতায় এবারে দেশের সকল বোর্ডে এসএসসি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

সীতাকুণ্ড ও মিরেরসরাই এলাকায় অন্য সকল পরীক্ষার প্রশ্নপত্র গোপনে বিলি হচ্ছে বলে খবর পাওয়া গেছে। গভীর রাতে আমাদের মিরেরসরাই সংবাদদাতা জানান, এলাকায় আজ রোববার অনুষ্ঠিতব্য বাংলা ১ম পত্রের প্রশ্ন হাতে লিখে গোপনে বিলি হচ্ছে। পুলিশি তৎপরতার কারণে ফটোস্ট্যাট মালিকরা ফটোকপি করা থেকে বিরত রয়েছে। থানার জোরারগঞ্জ এলাকা থেকে সম্ভাব্য ফাঁস হওয়া প্রশ্নপত্রসহ দুজনকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে।

প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার ঘটনায় মেধাবী ছাত্রছাত্রী ও তাদের অভিভাবকরা উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়েছে। অবশ্য প্রশ্নপত্রের মিল খুঁজে পাওয়ায় পরীক্ষা শেষে সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের উৎফুল্ল দেখা গেছে।

আজকের প্রশ্নপত্র ফাঁস ও গৃহীত পদক্ষেপ সম্পর্কে জেলা প্রশাসক কে এম হাবিবউল্ল্যার সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি ভোরের কাগজকে জানান, থানার নির্বাহী অফিসারদের পরীক্ষা শুরুর ১ ঘন্টা আগে প্যাকেট খুলে প্রশ্নপত্র যাচাই করতে বলা হয়েছে। এক্ষেত্রে যদি ফাঁস হওয়া প্রশ্নের সঙ্গে মিলে যায় সেক্ষেত্রে দ্বিতীয় সেট বিতরণ করতে বলা হয়েছে। আর যদি প্রকৃত দুটি সেটের সঙ্গে ফাঁস হওয়া প্রশ্নের মিল থাকে তবে তাৎক্ষণিকভাবে সিদ্ধান্ত জানানো হবে।

চট্টগ্রাম বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক প্রফেসর হারুনুর রশীদ খান ইউএনবিকে বলেন, 'গতকাল সকালেই উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার কথা জানানো হয়েছে। মন্ত্রণালয় পরে এ ব্যাপারে পদক্ষেপ নেবে।'

উল্লেখ্য, প্রশ্নপত্র ফাঁসের খবর ভোরের কাগজসহ চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত দৈনিকগুলোতে প্রকাশিত হয়েছে। ফাঁস হওয়া প্রশ্নপত্র কপি করার সময় গত শুক্রবার সীতাকুণ্ড থেকে তিনটি ফটোকপি মেশিন আটক করা হয়।

● দ্বিতীয় দিনে বহিষ্কার ২৬২৫ — পৃষ্ঠা ১২